# বঙ্কিম ভাবনায় 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'

ড. সুতপা ষড়ঙ্গী
সহকারী অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ
রানী ধন্যাকুমারী কলেজ
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথম সার্থক তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালিদাস-ভবভূতি প্রমুখের রচনা অনুবাদ করে রস সাধনাকে তুলে ধরেছেন আর রামমোহন রায় ভারতীয় বেদান্তের ঐতিহ্যময় মননের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে গীতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন আবার কালিদাস জয়দেব প্রমুখের রসসাহিত্যের চর্চাও করেছেন সাবলীলভাবে। উভয়ের মেলবন্ধন যেন বঙ্কিমচন্দ্রে দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমনা' নিয়ে আলোচনা যেমন করেছেন তেমনি গীতার তত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র নিয়েও আলোচনা করে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় তত্ত্ব, তথ্য বিশ্লেষণধর্মিতা ও যুক্তিবাদ প্রধান হয়ে উঠেছে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে ঐতিহ্যের সঙ্গে কল্পনার সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বকে প্রেক্ষাপটে রেখে 'রামায়ণ' সৃষ্টির কথা বলেছেন। আবার বিজয়ী আর্যদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বৈষয়িক বিবাদের ফসল হয়ে দেখা দিয়েছে 'মহাভারত'। আর্যে আর্যে বিবাদ মীমাংসার ফলে যখন সুখী ও কৃতি হয়ে উঠল বিজয়ী আর্যরা, তখন সেই শান্তির সময়ে সৃষ্টি হল ভক্তিশাস্ত্র, পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্র। বাংলার জলবায়ুর গুণে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও আলস্যের কারণে আর্যরা আর্যতেজ হারাল, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হল গীতিকাব্যের।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি তিনি সমালোচনা করেছেন সংস্কৃত গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবকে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার সার্থক রূপ ধরা দিয়েছে প্রবন্ধটিতে। এই জাতি চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আটশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়িয়েছে, এইজন্য গীতিকাব্যের এত প্রাচুর্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুইদলে বিভক্ত করার কথা বলেছেন। 'একদল' প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; 'আর একদল' 'বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন।' 'একদল' মানব হৃদয়ের খোঁজে বাহ্যপ্রকৃতিকে আলোকবর্তিকা হিসেবে ব্যবহার করেন। 'আর একদল' বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রেখে কেবল মানব হৃদয়কেই গুরুত্ব দেন।

সমালোচক বঙ্কিম বলেছেন, প্রথম শ্রেণির প্রধান জয়দেব, তাঁর কবিতায় সতত মাধবীযামিনী, মলয়সমীর, ললিতকলা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিতকুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ এই সকল চিত্র। তাঁর কবিতায় বাহ্যপ্রকৃতির প্রাধান্য।

দ্বিতীয়শ্রেণির মুখপাত্র বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্যসম্বন্ধ থাকলেও বাহ্যপ্রকৃতির অস্পষ্টতা দেখা যায়। মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধানস্থান গ্রহণ করে। বিদ্যাপতির প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য।

জয়দেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে সাদৃশ্য হল উভয় কবি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গাথা রচনা করেছেন।

- জয়দেব যে প্রণয়গীত করেছেন তা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী তাই ইন্দ্রিয় সংস্রব পূর্ণ।
- বিদ্যাপতির কবিতা হল বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাঁহার কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রব শূন্য বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া ওঠে।'
- 'জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ' 'জয়দেব ভোগ', জয়দেব সুখ, জয়দেব বসন্ত।
- বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। বিদ্যাপতি দুঃখ, বিদ্যাপতি বর্ষা।
- জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা।
- বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, জয়দেবের গান মুরজবীণা সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি, বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাস।

যা জয়দেব সম্বন্ধে তা আবার ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে। যা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বলা চলে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক।

প্রাবন্ধিক আবার গীতিকাব্য রচনা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণি হিসেবে আধুনিক গীতিকবিদের বলেছেন যারা ইংরেজি গীতিকবিদের অনুগামী। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের বিস্তারের কারণে 'নানাদেশ, নানাকাল, নানাবস্তু' তাঁদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। কবিতাও তাই 'বহুবিষয়িনী' হয়ে উঠেছে। কিন্তু ' এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। 'বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতায় বিষয় সংকীর্ণ কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতায় বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।' 'জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।'

আরেকটি প্রসঙ্গ হল,

'কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থা বিশেষ বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে।'

'যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি।'

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলেছেন, ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আর বিপরীতে আধ্যাত্মিকতা দোষে জন্মে। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ ওয়ার্ডওয়ার্থ।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইভাবে গীতিকাব্যের কবি বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কাব্যরীতির পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।